গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৬৬.১৯-৩৪

তারিখঃ ১২ মাঘ ১৪২৭ ব. / ২৬ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ রিট পিটিশন নং-৫০২১/২০১৯ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক গত ২৫/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে প্রদত্ত আদেশ এর বিষয়ে তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র:
(১) জেলা শিক্ষা অফিসার, ভোলা'র স্মারক নং- জেশিঅ/ভোলা/৮০৫, তারিখ: ২০.১২.২০১৭খ্রি
(২) উপপরিচালক, বরিশাল এর স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.০০০.১১.৯৯.২০/৫৯২, তারিখ: ১৪/১০/২০২০খ্রি.
(৩) ডিএমই'র স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.১৯-১৫২, তারিখ: ২৯.১০.২০২০খ্রি
(৪) সুপার, আমিনাবাদ হাকিমিয়া দাখিল মাদ্রাসা'র স্মারক নং- ১২৫/২০২০, তারিখ: ০৬/১০/২০২০খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন আমিনাবাদ হাকিমিয়া দাখিল মাদ্রাসা'র সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) জনাব মো: সেরাজুল ইসলাম গত ০৫/১২/২০১৫খ্রি. তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ০৮/১২/২০১৫খ্রি. তারিখে যোগদান করেন।

২। নিয়োগ পরবর্তীতে এমপিওভুক্তির জন্য জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, আমিনাবাদ হাকিমিয়া দাখিল মাদ্রাসা, চরফ্যাশন, ভোলা এবং জনাব মো: কামাল উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক, পশ্চিম গোমদন্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, বোয়ালখালী চট্টগ্রাম উভয় কর্তৃক একত্রে গত ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখে ডিজি, মাউশিঅ এবং সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করা হয়।

৩। উক্ত আবেদনের আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় (এমপিওভুক্ত হতে না পারায়) জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম গং (০২ জন) কর্তৃক চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হতে এমপিওভুক্তকরত: বকেয়াসহ এমপিও প্রদানের জন্য মহামান্য হাই কোর্টে রিট পিটিশন নং- ৫০২১/২০১৯ মামালা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ডিজি, ডিএমইসহ মোট ০৪ (চার) জন- রেসপনডেন্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য পিটিশনার দুইজনের মধ্যে শুধমাত্র জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম টিএমইডি সংশ্লিষ্ট।

৪। রিট পিটিশন নং- ৫০২১/২০১৯ মামালায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ২৫/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে প্রদত্ত রায়/আদেশের শেষাংশ নিম্নরুপ-
"Accordingly, the Rule is disposed of. The respondents concerned are directed to consider the petitioners prayer/claim for enlistment of their names in the Monthly Payment Order (MPO) and release the same expeditiously from the date of receipt of the copy of the Judgment and order of this Court if they are not found otherwise disqualified in accordance with law.

৫। উক্ত রিট মামলার রায়ের আলোকে পিটিশনারকে এমপিওভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে ০৬/১০/২০২০খ্রি. তারিখে জেলা শিক্ষা অফিসার, ভোলা ও উপপরিচালক, বরিশাল এর মাধ্যমে সূত্রোক্ত (১) ও (২) এর মূলে ডিজি, ডিএমই বরারব আবেদন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ডিজি, ডিএমই কর্তৃক রিট মামলার রায়ের আলোকে পিটিশনার জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম-কে এমপিওভুক্ত করার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রদানের জন্য সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। উল্লেখ্য পিটিশনার-কে মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষকের শুন্য পদে বিধি মোতাবেক নিয়োগ দেয়া হয়েছে মর্মে সুপারের ০৬/১০/২০২০খ্রি. তারিখের পত্রে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কি কারণে তাকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি তা উল্লেখ নেই।

৭। পিটিশনার এর এমপিওভুক্তির সাথে সরকারের আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে বিধায় রিট মামলার উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রস্তাবের সাথে কিংবা নথিতে উক্ত রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

৮। (i) যেহেতু পিটিশনার জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম-কে মাদ্রাসার শুন্যপদে সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং পিটিশনার অদ্যাবধি নিয়মিত শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে আসছেন মর্মে সুপার কর্তৃক ০৬/১০/২০২০খ্রি. তারিখের সূত্রোক্ত (৪) নং আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের প্রাপ্যতা বা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে;

(ii) যেহেতু রিট পিটিশন নং- ৫০২১/২০১৯ মামালায় গত ২৫/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে রায়/আদেশ সরকারের প্রতিকূলে ঘোষিত হয়েছে কিন্তু উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের কোন তথ্য নেই। The Supreme court of Bangladesh (Appellate Division) Rules 1998 এর Order xiii অনুযায়ী আপীল দায়েরের মেয়াদ ৬০ দিন।

চলমান পাতা নং-০২

৯। এক্ষণে উক্ত রায় বাস্তবায়নের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক-

(ক) রিট পিটিশন নং-৫০২১/২০১৯ মামালার গত ২৫/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে তার নম্বর সহ হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ করা;

(খ) আপীল দায়ের না হয়ে থাকলে না হওয়ার কারণ কি? তা উল্লেখ করা;

(গ) বর্তমান প্রেক্ষাপটে সিপিএলএ দায়ের করলে সরকার পক্ষে আইনগত সুবিধা পাওয়ার সুযোগ আছে কিনা? সুযোগ না থাকলে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সুস্পস্টভাবে মতামত / প্রস্তাব প্রেরণ করা;

(ঘ) পরবর্তী দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এর ১৭২-১৭৪ নির্দেশ অনুসরণক্রমে প্রস্তাব প্রেরণ করা;

(ঙ) শুধুমাত্র সদয় নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রেরণ না করা;

১০। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত মতে তাথ্যাদি আগামি ০৪/০২/২০২১খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

২৮/০১/২০২১

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।